চুয়াডাঙ্গার নেহালপুরে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে ব্যাবক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কার্ড থাকা সত্বেও অনেক কার্ডধারীকে দেয়া হয়নি মালামাল। সকাল থেকে দিনমুজুর কামাই করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে খালি হাতে। মালামাল না পেয়ে নিজের কার্ড ফেরত চাইলেও তা দেয়নি কর্তপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ভুক্তোভোগি মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে গত পরশু বৃহস্পতিবার টিসিবি’র পন্য বিক্রির নির্ধারিত দিন ধার্য ছিলো। কার্ডপ্রতি ৪৭০ টাকায় ৫ কেজি চাল, ২ কেজি মসুরির ডাল এবং ২ লিটার তেল বরাদ্ধ ছিলো। ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের কলম আলী, ইনতাজ, মমিন, রাজ্জাক, আছিয়া, জবেদা, আ.রহমান, মনভাজ, কহিনুর, আনেছা, শুকুর আলী, শামীম, আমিরুল, নেকবার, আনারুল, বিল্লাল, জরি আলী, বকুল, জাহাঙ্গীর, সাদিকুল, নাজমা, রহিমা, খাইরুল, কাবিল, শহিদুল, জামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, শুরু থেকে আমরা টিসিবি’র মালামাল পেয়ে আসছি। সে মোতাবেক জন কামাই করে সকাল টিসিবি’র মালামাল কেনার জন্য পরিষদে যায়। পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয় তালিকায় তোমাদের নাম নেই। তখন আমরা আমাদের কার্ডটি ফেরত চাই। কার্ড ফেরত দিতে নানা টালবাহানা শুরু করে দেয় দায়িত্বরতরা। এক এক সময় একএক ধরনের তথ্য দেয়া হয় আমাদের। এনিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং হট্রগোল ও চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। চৌকিদার মিজানুর, আজিজুল ও আমিরুল আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও মারমুখি আচরণ করে। আমরা কেন টিসিবি’র পণ্য পাবনা তার যৌক্তিক কারণ জানতে চাই। অধিকার চাইতে গেলে দায়িত্বরতা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবারও ভয় দেখায়। একপর্যায় আমাদের মালামাল লাগবে না, আমাদের কার্ডটি অন্ত:ত্ব ফেরত দেন। কার্ডটি ফেরত দিতেও ব্যার্থ হয় কর্তৃৃপক্ষ।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নে ২ হাজার ৫৬টি টিসিবি’র কার্ডধারী সদস্য আছে। যার মধ্যে নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে প্রায় ১ হাজার ১৫৬টি বরাদ্ধ রয়েছে। পরে অবশ্য ২ হাজার কার্ড দু’টি ইউনিয়নে সমান ভাগে ভাগ হয়েছে বলে জানাগেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, কার্ডধারী দরিদ্র মুনুষগুলো একটু স্বাশ্রয়ে পণ্য কেনার আশায় দিন কামাই করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে মালামাল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আর চৌকিদার দফাদারা যে আচরন করে খে সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের নিকট বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ভুক্তোভোগি মহল।

আলমডাঙ্গায় মেম্বারের বিরুদ্ধে টিসিবির কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড খাসবাগুন্দা গ্রামের মেম্বার ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে টিসিবির কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। টিসিবির কার্ডধারিদের না দিয়ে নিজ আত্মিয় ও নিজের লোকজনদের কার্ড দিয়েছেন তিনি। কার্ড চাইতে গেলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করে বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়নের খাসবাগুন্দা গ্রামের বাবর আলীর মেয়ে হাজেরা, জলিলের ছেলে রকিবুল, বিশার মেয়ে সামেলা, উসমানের ছেলে রাসেল, শুকুর আলীর ছেলে মোতালেব, তবির আলীর ছেলে হাফিজুল, আজগরের ছেলে মজিবার ও একই গ্রামের লতা, শামসুল, জামাল, মোহাম্মদের ছেলে সোহাগী, রওশনের মেয়ে লিলি, ভাদু মন্ডলের ছেলে মিজানুর, রমজানের ছেলে জালাল সহ অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য ফজলুর রহমান নির্বাচিত হবার পর থেকে তার ওর্য়াডের অনেকেই টিসিবি কার্ড পাচ্ছে না, সে কারণে টিসিবির পণ্য নিতে পাচ্ছে না। নিজ নামের কার্ড চাইতে গেলে তিনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করে।

গতকাল শুক্রবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদে টিসিবির পণ্য নেবার জন্য গেলে ওই মেম্বর কার্ড না দিয়ে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। তারা আরো বলেন, ইউনিয়নে মোট টিসিবি কার্ড ১ হাজার ২ শত ৫০ টা, খাসবাগুন্দা ও পোলবাগুন্দা মিলে ৮ নং ওর্য়াড, যেখানে কার্ড

সংখ্যা ১ শত ৪৫ টি। এতো গুলো কার্ড যায় কোথায়? মেম্বর নিজে কার্ড রেখে লোকদিয়ে টিসিবি মাল তুলে বাড়িতে নিয়ে যায়। এছাড়া প্রকৃত কার্ডধারদের কার্ড রেখে দিয়ে নিজের লোক ও আত্মীয়দের র্কাড দেয়। এ ব্যপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সু-দৃষ্টি কামনা করেছেন ভুক্তভুগি মহল।
এব্যপারে জানাতে চাইলে ইউপি সদস্য ফজলুর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি ৮২ টি কার্ড পেয়েছি, তা সঠিক ভাবে বিতরণ করেছি।

এ ব্যপারে আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন বলেন, মৌখিক ভাবে অভিযোগ পেয়েছি। ইউপি সদস্যর সাথে কথা বলব যেন আগামীতে এমন না হয়।